BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04030041

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 03 | March 2026 | e-ISSN: 2584-1890

মালদা জেলার নিরিখে 'খারওয়ার' জনজাতির উপর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

Rajesh Mandal

Ph. D Research Scholar, Department of History, University of North Bengal

Abstract:

খারওয়ার পূর্বভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী একটি বিশেষ পরিচিত আদিবাসী সম্প্রদায়। এদের নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি কালচার রয়েছে। বর্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পালামৌ জেলায় আদিমকাল থেকেখারওয়াররা বসবাস করে আসছিলো। তবে ছোটনাগপুর ও বিহারের বেশ বিস্তীর্ণ এলাকায় এদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের ৮ টি রাজ্যে এদের সন্ধান পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং উত্তর প্রদেশে। তবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এরা মূলত মালদা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং পুরুলিয়া জেলায় বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে মালদা জেলার রতুয়া ব্লকের রুকুন্দিপুর, জাননগর, দেবীপুর, হরিপুর, মোর্চা, পীরগাই, ঘাসীনগর, খৈলসনা, নশীপুর, কুমারগঞ্জ, রঘুনাথপুর, বইরিয়া, গোর্খাপেরান, গোপালপুর ইত্যাদি গ্রামে, - মানিকচকের ব্রাহ্মণগ্রাম, - চাঁচলের ক্ষেমপুর, চাঁচল, কাশিমপুর, কালীগঞ্জ, রনঘাট, পরানপুর - হরিশচন্দ্রপুর ব্লকের দক্ষিণ ভাকুড়িয়া, সোহরা বহরা ইত্যাদি গ্রামে এবং গাজোল ব্লকের মোহরিয়া ইত্যাদি গ্রামে বসবাস করে। প্রায় দেড় দুশো বছর আগে খাঁরওয়ার জনজাতির মালদা জেলায় আগমন ঘটেছে।

খারওয়ার শব্দের উৎপত্তি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। খার ঘাস থেকে খারওয়ার শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ঝুম চাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাথে এদের বিরোধ বাঁধে। ফলস্বরূপ এরা ইংরেজদের সাথে লড়াই সংগ্রামে বা ওয়ার এ জড়িয়ে পরে। খার ও war শব্দ দুটি থেকে Kharwarশব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

এই জনজাতির লোকেরা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতে ভালো বাসে। এই জনজাতির মানুষেরা মন্ডল পদবী ব্যবহার করে থাকে। মন্ডল ছাড়াও এরা সিং, সিনহা, সিংহ, বর্মা, প্রসাদ, দাস, মাঝি, সরকার ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করে থাকে। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় আবার খারওয়ার পদবীরও প্রয়োগ করতে দেখা যায়। এই জনজাতি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

Keywords: *Ethnic community, Traditional, Kharwar Mandal, Women Status.*

ভূমিকা:

অধ্যাপক দেবব্রত মন্ডল তার গবেষণা পত্রে উল্লেখ করেছেন - The Study finds that there is a constituent economically poor in the Socio-Economic status of theKharwar Tribes people in the Malda District. স্বভাবগত বৈশিষ্ঠের দিক দিয়ে এরা নিরীহ, সহজ -সরল প্রকৃতির। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের তুলনায় এরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের একাত্মতা লক্ষ্য করা যায়। আকৃতি গত দিক দিয়ে এরা খর্বকায়, দীর্ঘমুন্ড, প্রশস্ত নাক, তাম্রকেশ প্রভৃতি লক্ষণের অধিকারী। ১৯৯০ সালে মন্ডল কমিশনের

সুপারিশক্রমে ভারতীয় সংবিধানে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণী (Other Backward Class) বলে খারওয়ার সম্প্রদায়টি তপসিলি উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরা 'খারওয়ার' ভাষায় কথা বলে। এই খারওয়ার ভাষাকে অনেকে আবার 'খোট্টা' ভাষা বলে থাকেন। খারওয়ার জনজাতির উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরেজ শাসনকালে H. H. Risley, E. T. Dalton, J. H. Buchanon, M. O. Carter প্রমুখ গবেষকরা তাদের গবেষণায় বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেছেন। M. O. Carter তার Final Report on the survey and settlement operation in the District of Malda (1928-1935) এ খারওয়ার উপজাতিকে সাঁওতালদের একটি অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। H. H. Risley তার The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারি অনুসারে মালদা জেলায় খারওয়ারদের জনসংখ্যা যথাক্রমে ৬০০৫ এবং ৪০৩৫ জনের সন্ধান পাওয়া যায়।

ধর্মীয় রীতিনীতি:

খারওয়ার জনজাতির লোকেরা যেহেতু আদিবাসী সমাজের অন্তর্গত তাই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। যা তারা বহু প্রাচীন কাল থেকেই পালন করে আসছে। এরা বর্তমানেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে অশুভ শক্তি বলে মনে করে। রোগব্যাধিতে বিভিন্ন দেব দেবীর শরণাপন্ন হয়। সাপে কামড়ালে ওঝা গুণীর কাছে যায়। এদের উপাস্য দেবদেবী হলো - ঘরগোসাই, গ্রামদেবতী, দেবাশী, মহাদেব, গম্ভীরা, সিঙিয়া, সিংবোগা, গুরুমাদেবী, বুড়ীমা ইত্যাদি। এদের সঙ্গে সঙ্গে এরা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল এবং গাছকেও পূজা করে থাকে। এছাড়াও এই জনজাতির লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন ব্রত পূজা প্রচলিত ছিল। যেমন - কর্মাধর্ম, জিতিয়া, ছটপরব, ধুপচি পরব, ডোরাবাধা ইত্যাদি। বিভিন্ন মাসে এরা বিভিন্ন ধরণের সামাজিক উৎসব পালন করে থাকে। যেমন - সিরুয়া, তিলুয়া সাকণাত, আগজি পূজা, ফাগুয়া, হুঁকাহুকি খেলা, গরুপূজা, সরহুল, সোহরাই, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি। তবে বর্তমানে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় দেবদেবীর মহত্ব এই সম্প্রদায়ের মানুষের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রবেশ করেছে।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি:

খারওয়ারদের জীবনধারণের প্রধান মাধ্যম হলো কৃষিকাজ। তবে এরা ঝুম চাষের মাধ্যমে কৃষিকাজ করতো। বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্যে পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করার ফলে জঙ্গল পরিষ্কার করে ঝুম প্রথায় চাষাবাদ করতো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এরা যে সকল এলাকায় বসবাস করে সেখানে সাধারণত তারা প্রথাগত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে থাকে। নারী পুরুষ উভয়েই কৃষি জমিতে চাষাবাদে যুক্ত থাকে। কৃষিকাজই হলো এদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। বিশেষ করে এরা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় যে সকল এলাকায় বসবাস করে বিশেষত দিয়ারা অঞ্চলের জমি খুবই উর্বর। কারণ এইসকল এলাকার জমি গঙ্গা, মহানন্দা, কালিন্দি, ভাগীরথী প্রভৃতি নদীর জলে প্লাবিত হয়ে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তাই এই সকল এলাকায় বসবাসকারী খারওয়ার জনজাতির লোকেরা যে সমস্ত কৃষিজ ফসল উৎপাদন করে সেগুলি হলো ধান, গোম, যব, ভুট্টা, পাট, ছোলা, ডালশস্য, শাকসবজি প্রভৃতি। তাই অন্যবস্ত্রের জন্য পুরুষের সাথে সাথে বাড়ির অন্যান্য সদস্য এবং ছেলেমেয়েদেরও জমিতে দিনরাত পরিশ্রম করতে দেখা যায়।

কিন্তু বর্তমানে জমিতে চাষাবাদ খুব একটা লাভজনক না থাকায় বর্তমান প্রজন্মের পুরুষদের শহরে ভিড় করতে দেখা যায় দৈনিক মজুরিতে কর্মরত হিসাবে। আবার এই খারওয়ার জনজাতির লোকেরা বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে পারি দিচ্ছে কর্মসংস্থানের জন্য, তবে সেটা বেশিরভাগই দৈনিক দিন মজুর হিসাবে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ও টাওয়ারের কাজে যোগদানের জন্য।

ব্যবসা বাণিজ্য:

খারওয়ার জনজাতির মানুষেরা কৃষি নির্ভর অর্থনীতির সাথে যুক্ত থাকায় তারা তাদের উৎপাদিত শস্য হাটে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতো। তবে এখানে একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে হাটে বাজারে কৃষি উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে মহিলারা বেশি সক্রিয় ছিল। তবে খারওয়ার জাতি কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবজি উৎপাদন বেশি করতো। যা প্রত্যহ প্রায় বিভিন্ন হাটে

বাজারে বিক্রি করে তারা পরিবার পরিচালনার আয় বের করে নিতো। খারওয়ার জনজাতির বেশ কিছু লোক হস্তশিল্পেও পটু ছিল। বিশেষত এরা ডালি (ঝুড়ি), পাটি (খেজুর পাতার তৈরী মাদুর), বাঁশের বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে তা হাটে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতো। তবে এই সমাজের লোকেদের মধ্যে তেমন বড়মাপের কোনো ব্যবসায়ী দেখতে পাওয়া যায় না। যেহেতু এই জাতির লোকেরা ছিল কৃষি নির্ভর, তাই তাদের উৎপাদিত পণ্য ছিল কৃষি কেন্দ্রিক। এগুলো তারা হাটে বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে ক্ষান্ত থাকতো।

বিচার ব্যবস্থা:

এই জনজাতির লোকেরা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করতো এবং এরা যে সকল এলাকায় থাকতো সেখানে গ্রামের পর গ্রাম এই জনজাতির লোকদেরই দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিজেদের বিচার নিজেরাই করতো এবং প্রত্যেক গ্রামে একজন করে মোড়ল থাকতো। গ্রামের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোনো রকমের অশান্তি, জমি সংক্রান্ত সংঘর্ষ, পারিবারিক বিবাদ বা বৈবাহিক সংক্রান্ত ব্যাপার গুলোতে গ্রাম্য মোড়লেরা বিচার করতো। তবে এই বিচারে গ্রাম্য মোড়ল যা সিদ্ধান্ত নিতো সেটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হতো, অনেকসময় দেখা গেছে আর্থিক জরিমানা বা দৈহিক শাস্তিও এই গ্রাম্য বিচারের বিধান ছিলো।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচারাধীন ব্যক্তি বর্গ গ্রাম্য মোড়লদের বিচার না মানলে এক্ষেত্রে বিচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা বড়ো ধরণের কোনো জটিল সমস্যার বিচার করার জন্য যেটা গ্রাম্য সালিশি সভায় সমাধান হয়নি সেক্ষেত্রে বাইশী অথবা ছত্রিশি ডাকা হতো। বাইশী অথবা ছাত্রিশি হলো বাইশ বা ছত্রিশটি গ্রামের মোড়লদের নিয়ে একটি বিচার সালিশি সভা। তবে এই বিচার সালিশি সভায় বাইশী বা ছাত্রিশির বিচারক মন্ডলীর বিচারে যা সিদ্ধান্ত নিতো তা বিচারাধীন ব্যক্তির জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হতো। বর্তমান সমাজে এই বিচার ব্যবস্থা তেমন আর প্রচলিত নেই।

নারীর অবস্থান:

খারওয়ার জনজাতির মহিলারা কৃষিক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত ছিলো। হাটে -বাজারে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং কৃষি উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা অগ্রণী ছিলো। তবে এই জনজাতির মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম ছিল। তুলনামূলক ভাবে নারীরা পুরুষদের তুলনায় আরো পিছিয়ে ছিল। ১৯৭৭ সালের পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটার ফলে এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার ফলে এই জনজাতির উপরেও শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে আরম্ভ করে।

এই জনজাতির মানুষেরা অত্যন্ত কলহ প্রিয় ছিল। খুব ছোট ছোট ব্যাপার গুলো নিয়েই তাদের পরিবারের মধ্যে অশান্তি বেঁধে যেত। বিশেষত পারিবারিক কলহে নারীরা নির্যাতিত হতো। বিভিন্ন সমাজের মতো এই সমাজেও পুরুষেরা নেশা ভাঙ করতো। মানসিক ও শারীরিক ভাবে নারীদের নির্যাতন সহ্য করতে হতো। পুরুষেরা নেশাভাঙ করে অকথ্য ভাষায় স্ত্রীকে গালিগালাজ করতো। যেহেতু শিক্ষার হার কম ছিল তাই এই সমাজে স্বাস্থ সচেতনতাও ছিল না। এরা ঝাড় ফুঁক, তেলপোরা, জলপোরা, হাত চালানো বিভিন্ন প্রকার অন্ধবিশ্বাস এবং কুপ্রথায় জর্জরিত ছিল। বিভিন্ন শারীরিক ব্যাধি বা অসুস্থতা জনিত কারণে গুণী ওঝা বা কবিরাজের বাড়িতে চিকিৎসা করানোর জন্য রুগীকে নিয়ে যেত।

Objectives of the Study:

১. খারওয়ার জনজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির অবস্থা জানতে।

২. খারওয়ার জনজাতির কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তাদের জীবন জীবিকার নির্ভরশীলতা জানতে।

৩. গ্রাম্য বিচার ব্যবস্থার কাঠামো জানতে।

৪. খারওয়ার জনজাতির নারীদের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও নারীর ক্ষমতায়নের ধারণাটি স্পষ্ট করতে।

Research Methodology:

বর্তমানে এই অধয়নটি বর্ণনামূলক এবং সেকেন্ডারি তথ্যের উপর ভিত্তি করে যা খারওয়ার জনজাতির সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক কাঠামো, গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা ও নারীর অবস্থান এবং তার শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, আর্টিকেল, সরকারি প্রকাশনা, প্রিন্ট রেফারেন্স পেপার, বিষয় সম্পর্কিত ওয়েবসাইট এবং ওরাল ইন্টারভিউ থেকে প্রাপ্ত।

Solution/Suggetion:

খারওয়ার জনজাতির উন্নতির জন্য কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ -

১. সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে, বিভন্ন প্রকার সামাজিক অন্ধবিশ্বাস ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। সমাজে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক বোধ খারওয়ার জনজাতির মধ্যে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

২. আধুনিক কৃষিনির্ভর অর্থনীতির সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যবসা -বাণিজ্য ও শহর কেন্দ্রিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

৩. শিক্ষার প্রতি খার ওয়ার অবিভাবকদের মনোভাব, সঠিক পরামর্শ এবং নির্দেশনার মাধ্যমে উন্নত করা উচিত। শিক্ষার্থীদের উচ্চশিখায়, বিশেষভাবে মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

Conclusion:

সামাজিক পরিবর্তন একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তাই খারওয়ার জনজাতির মধ্যেও এই পরিবর্তনের ছোঁয়া স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায়। তবে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে এই জনজাতির নারী পুরুষ উভয়েই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে আরম্ভ করেছে। এক্ষেত্রে তফসিলি উপজাতির শংসাপত্র তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানে এবং সরকারি বৃত্তি পাওয়ার ফলে শিক্ষা গ্রহণ করা অনেকটাই সহজ হয়েছে। এখন প্রচুর সংখক খারওয়ার জনজাতির মানুষ তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে এবং দেশের বাইরেও পারি দিচ্ছে কাজের প্রয়োজনে। এখনো খারওয়ার জনজাতির লোকেরা তাদের মাতৃভাষা 'খোট্টা' ভাষায় কথা বলে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে উচ্চ শিখায় শিক্ষিত নারী পুরুষরা বাংলা ভাষায় নিজেকে সহজেই রপ্ত করতে পেরেছে। এই জনজাতির লোকেরা তাদের প্রথাগত ঝুম চাষ প্রথার পরিবর্তে - বিশেষত মালদা জেলায় নদী কেন্দ্রীক এলাকা গুলোতে আধুনিক জলসেচ পদ্ধতির মাধ্যমে সারা বছরই কৃষিকাজ করে থাকে। নারীরা উচ্চ শিখায় শিক্ষিত হচ্ছে, সমাজে তাদের মর্যাদা বাড়ছে এবং নারীরা উচ্চ শিখায় শিক্ষিত হয়ে সরকারি বিভিন্ন চাকুরীতে আজ কর্মরত। গ্রাম্য সালিশি সভা বা মোড়লি প্রথার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থাকে বর্জন করে খারওয়ার জনজাতির মানুষেরা থানা, পুলিশ ও কোর্ট - কাচারীর সাহায্য নিচ্ছে। পারিবারিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন ঘটছে, বেশিরভাগ পরিবার এখন শিক্ষা ও স্বাস্থ সচেতনতার কথা মাথায় রেখে তাদের পরিবার পরিকল্পনা করছে। তবে এটা সত্য যে এই একবিংশ শতাব্দীতে খারওয়ার জনজাতির অবস্থান ও মর্যাদার পরিবর্তন সন্তোষ জনক হয় নি এবং উচ্চ বর্ণ ও প্রগতিশীল শ্রেণীর তুলনায় তা খুবই নগন্য।

Notes and Reference:

1. w.https://en.m.wikipedia.org>wiki>Kharwar-wikipedia,
2. H. H. Risley, The People of India. Cornel University Library, 1915,
3. ড. প্রদ্যোত ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস; পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৭,

৪. Dr. Amar Chandra Karmakar, A Study on Kharwar Community in Malda District, Bipul Mandal and Mahadev Roy (Edited), The Tribes of North Bengal and Sikkim (A Changing Scenario in the Twentienth Century), Academic Enterprise, Kolkata 2016.

5. সঞ্জয় কুমার মন্ডল,খারওয়ার জনজাতির কথা; বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা; ২০২২,

৬. E. T. Dalton, The Descriptive Ethnology of Bengal, 1872,

৭. সুস্মিতা সোম, মালদহ (জাতি, সম্প্রদায় ও কুটিরশিল্প); সোপান, কলকাতা; ২০১১,

Citation: **Mandal. R.,** (2026) "মালদা জেলার নিরিখে 'খারওয়ার' জনজাতির উপর একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.